প্রথম আলো
তারিখ ... 16-MAR-2015
পৃষ্ঠা -৩ ... কলাম -৭

প্রাথমিকে বৃত্তি পেল ৫৪ হাজার ৪৮১ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সারা দেশে ৫৪ হাজার ৪৮১ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) ২১ হাজার ৯৮৩ জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছে ৩২ হাজার ৪৯৮ জন।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক বৃত্তি ২০১৪-এর ফল ঘোষণা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। মোট ৫৫ হাজার জনকে বৃত্তি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও যোগ্য শিক্ষার্থী না পাওয়ায় ৫১৯টি বৃত্তি শূন্য রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, শহর এলাকার সর্বোচ্চ মেধাবীদের মধ্যে শূন্য থাকা এসব বৃত্তি বন্টনের চেষ্টা চলছে।

বেলা দুইটা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dpe.gov.bd) এই ফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। গত বছরের নভেম্বরে এই সমাপনী পরীক্ষা হয়েছিল।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা হতো। ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে এই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

এবার রাজধানীর মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। স্কুলটি থেকে বৃত্তি পেয়েছে ১৪৫ জন। বেশি বৃত্তি পাওয়া ১০টি স্কুলের বাকি নয়টি হলো রাজধানীর ডেমরার সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গুলশান থানাধীন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, গাইবান্ধা সদরের আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশুনিকেতন স্কুল, চট্টগ্রাম বন্দর থানার বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়।

নিয়মানুযায়ী, সাধারণ বৃত্তি দেওয়া হয় প্রতি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের দুজন ছাত্র ও দুজন ছাত্রীকে। আর মেধা বৃত্তি দেওয়া হয় উপজেলাওয়ারি। এ জন্য যেসব বিদ্যালয়ে বেশি ওয়ার্ড বা থানার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে, সে রকম কিছু বিদ্যালয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই এভাবে সেরা ১০-এর তালিকা করা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

মেধা কোটায় বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা মাসিক ২০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা মাসিক ১৫০ টাকা করে পায়। এ ছাড়া প্রতিবছর এককালীন ১৫০ টাকা করে পায় বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিন বছর তারা এই বৃত্তি পায়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীরসহ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।